রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ২৫, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সীমান্ত শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.১১৬.০৪.০০৩.১২.৩৩৪—নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছেন যে, পার্বত্য জেলাগুলোতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য বিগত ০১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ এ সম্পাদিত শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়নের জন্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৫-৭-২০০১ তারিখের অপবি/জেপ্রঃ-২/২ (১২) অংশ-১/২০০০-৫৩ নং স্মারক অনুসারে ০১ আগস্ট ২০০১ তারিখ হইতে ''অপারেশন দাবানল'' এর নাম পরিবর্তন করিয়া ''অপারেশন উত্তরণ'' প্রবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বিষয়োক্ত অপারেশনে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর সদস্যগণের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ ''উত্তরণ পদক'' নামে একটি অপারেশন পদক প্রবর্তন করা হইল।

১। **পদকের নাম** : উত্তরণ পদক (Uttaron padak)।

২। **পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিম্নরূপ হইবে** :

ক। উত্তরণ পদক পার্বত্য জেলাগুলোতে 'অপারেশন উত্তরণ' এর আওতাধীন এলাকায় চাকুরীরত বিজিবি'র কর্মকর্তা, জুনিয়র কর্মকর্তা, পদবীধারী ও তালিকাভুক্ত বর্ডার গার্ড সদস্য (অযোদ্ধা ব্যতীত) যাহারা নিরবচ্ছিন্নভাবে কমপক্ষে ২১ দিন কর্তব্যে নিয়োজিত থাকিবেন।

খ। পোশাকধারী বিজিবি সদস্যগণ যারা 'অপারেশন উত্তরণ' এর সাথে সম্পৃক্ত আভিযানিক, গোয়েন্দা, প্রশাসনিক, তত্ত্বাবধান, সরবরাহ ও সেবামূলক কাজে কমপক্ষে ২১ দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজে নিয়োজিত থাকিবেন।

মূল্য : টাকা ৪.০০

৩। **'' উত্তরণ পদক'' এর গঠন, পদকের ক্রমিক মান ও পরিধান পদ্ধতি**:

ক। ''উত্তরণ পদক'' এর গঠন নিম্নরূপ হইবে:

(১) এটা সাদা ধাতু দ্বারা তৈরী হইবে।

(২) এর সম্মুখ দিকে বৃত্তের মধ্যভাগে পাহাড়ের চূড়ায় উদীয়মান সূর্যের প্রতীক, উপরে বাংলাদেশ এবং নিচে উত্তরণ পদক, পশ্চাৎ দিকের মাঝখানে জাতীয় পতাকা এবং উপরে উত্তরণ পদক উৎকীর্ণ থাকিবে।

(৩) এর ব্যাস ৩৬ মিলিমিটার হইবে।

(৪) এর রিবনের প্রস্থ ৩৩ মিলিমিটার, রিবনের মধ্যভাগে ১১ মিলিমিটার প্রস্থের লাল রং হইবে, এর বাম পার্শ্বে ১১ মিলিমিটার গাঢ় সবুজ এবং ডান পার্শ্বে ১১ মিলিমিটার সাদা রং হইবে।

খ। পদকের ক্রমিক মান ও পরিধান পদ্ধতি : এ পদক ''দাবানল পদক'' এর কনিষ্ঠ হইবে এবং পোষাকের দাবানল পদকের কনিষ্ঠ স্থানে পরিধান করা হইবে এবং রিবন পরিধানের সময় একই জ্যেষ্ঠতা বজায় থাকিবে।

৪। এ পদক প্রবর্তন বাবদ বর্তমান ও পরবর্তী অর্থ বৎসর/বৎসরসমূহে পদক খাতে কোন অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া যাইবে না। বর্তমান অর্থ বৎসরের বরাদ্দ দ্বারা এ পদক সংগ্রহ সম্ভব না হইলে পর্যায়ক্রমে পদকের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরবর্তী অর্থ বৎসর/বৎসরসমূহে তাহা সংগ্রহ করা হইবে।

৫। এই আদেশ ০১ আগস্ট ২০০১ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

৬। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৭ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭৪.৩৩.০০৪.১৪-১৬২ নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এ পদক প্রাপ্য হইবে।

৭। এ বাবদ ব্যয় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট হতে সংকুলান করা হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলমগীর হোসেন
উপসচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd